নজরুল ইসলামের নির্বাচিত কিশোর কবিতা

আলোকিত মানুষ চাই

নজরুল ইসলামের নির্বাচিত কিশোর কবিতা

সম্পাদনা॥ আহমাদ মাযহার

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি
অন্তর্ভুক্তি নং:
বাস্তবায়নে: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
SEQAEP

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৮

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
ফাল্গুন ১৩৯৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯

দ্বিতীয় সংস্করণ নবম মুদ্রণ
আশ্বিন ১৪১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯

প্রকাশক
প্রদীপ কুমার পাল
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং
৯ বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
হাশেম খান
গ্রন্থে ব্যবহৃত ছবিগুলি সুধীর মৈত্রের আঁকা

মূল্য
চল্লিশ টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0007-1

সূ চি

শিশু জাদুকর ৯
১০ খুকি ও কাঠবেলালি
১১ খোকার গল্প বলা
১২ তালগাছ
১৩ বাংলাদেশ
১৪ খাঁদুদাদু
১৫ প্রজাপতি
১৫ লিচু-চোর
১৬ ঘুমপাড়ানি গান
১৭ আমি যদি বাবা হতাম
১৭ মাঙ্গলিক
১৮ চলব আমি হালকা চালে
২০ নবার নামতা পড়া
২১ ঘুম-জাগানো পাখি
২২ প্রভাতী
২৪ ও ভাই কোলা ব্যাঙ
২৫ প্যাঁচা
সানির ইচ্ছা ২৫
পল্লি-জননী ২৬
এই পথটা কাটব ২৬
খোকার খুশি ২৬
মটকু মাইতি বাঁটকুল রায় ২৭
এক বৃন্তে দুটি কুসুম ২৮
ঘুম-ভাঙার গান ২৯
চাষি ২৯
সংকল্প ৩০
কোথায় ছিলাম আমি ৩১
ঝুমকো লতায় জোনাকি ৩২
ঘঘং ঘঘং ঘ্যাং ৩৩
নতুন খাবার ৩৩
চড়ুই পাখির ছানা ৩৪
চিঠি ৩৫
ঠ্যাং-ফুলী ৩৭

ভূমিকা

নজরুল ইসলামের বাইশ বছরের সৃষ্টিশীল জীবন বাংলাসাহিত্যকে যে সুবিশাল প্রাচুর্য এবং সমৃদ্ধি দিয়েছে তা বিস্ময়কর। জীবদ্দশায় তাঁর বই প্রকাশিত হয়েছে চল্লিশটির মতো। এর মধ্যে শিশু-কিশোরদের উপযোগী রচনার পরিমাণও খুব একটা কম নয়। কিন্তু দুঃখজনক যে, তাঁর শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা বইগুলো আজ দুষ্প্রাপ্য। অথচ রচনা-বৈশিষ্ট্যে, শিশুর জগত সৃষ্টির ক্ষমতায় নজরুল ইসলামের রচনাসমূহ বিশেষভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত।

নজরুল ইসলামের সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই আছে একধরনের প্রাণোচ্ছলতার দীপ্তি। শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা তাঁর সৃষ্টিসমূহেও এই প্রাণোচ্ছলতার উদ্ভাস লক্ষ করা যায় যা শিশু-কিশোরদের মনোজগতের এক প্রধান ও মৌলিক অনুষঙ্গ। এর ফলে নজরুলের রচনাসমূহ শিশু-কিশোরদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছে। পাঠ্যপুস্তক কিংবা অন্যান্য মাধ্যমে নজরুলের গুটিকয় শিশুকবিতা আজ সাধারণ পাঠকমহলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেলেও নজরুলের এমন অনেক লেখা রয়েছে যা কোনো অংশেই তাঁর অধিক প্রচারিত লেখাগুলোর চেয়ে উৎকর্ষের দিক থেকে কম নয়।

নজরুল ইসলাম ব্যক্তি হিসেবে ছিলেন অগোছালো। কেউ কেউ তাঁকে নিন্দা করেছেন, কেউ কেউ তাঁকে ব্যবহার করেছেন পণ্য হিসেবে ; যথাযোগ্য মর্যাদা পায় নি তাঁর সৃষ্টিকর্ম। পরিণামে আমরা দেখি তাঁর অনেক বিখ্যাত রচনার মূল পাঠ, এমনকি তাঁর অনেক উৎকৃষ্ট রচনাও এ-যুগের সাধারণ পাঠকের কাছে এসে পৌঁছোয় নি। বিষয়বস্তুর গভীরতা এবং সৃষ্টিশীলতায় বৈচিত্র্য না থাকলে একজন লেখক কিংবা শিল্পীর পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে জনপ্রিয় হয়ে থাকতে পারা খুব সহজ নয়। নজরুল ইসলামের জনপ্রিয়তাকে সে-কারণে খাটো করে দেখা যায় না, তাঁর সৃষ্টিসমূহে এমন কিছু নিশ্চয়ই রয়েছে যা তাঁকে আজ পাঠক-হৃদয় সংবেদ্য করে রেখেছে।

নজরুল ইসলামের শিশু-কিশোরোপযোগী লেখাগুলোর মধ্যে রয়েছে বৈচিত্র্যময় এবং বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অনেক অনিন্দ্য জগত। তাঁর শিশু-কিশোরোপযোগী লেখায় স্পষ্টভাবে রয়েছে দেশপ্রেম, ধর্মচেতনা, শ্রেয়োচেতনা, ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানের একাত্ম হওয়ার স্বপ্ন, কল্পনার, স্বপ্নের এবং উজ্জীবনের উদ্ভাস, লোকঐতিহ্য-চেতনা, এবং নির্মল হাস্যরসের বিচিত্র ভুবন।

দেশপ্রেম রয়েছে নজরুল ইসলামের হৃদয়ে, অস্থিতে, মজ্জায়, রক্তে। শুধুমাত্র সৃষ্টির জগতেই নয়, তাঁর ব্যক্তিজীবনেও দেশপ্রেমের প্রজ্জ্বলিত শিখা দৃশ্যমান। শিশু-কিশোরদের উদ্দেশে লিখতে গিয়েও নজরুল সেই চেতনাবিন্দু থেকে দূরে সরে যান নি। হৃদয়ের গভীর তলভূমে অবিরাম বেজে চলেছে যে বীণার সুর তাকে ছেড়ে একজন সত্যিকারের কবি কখনোই দূরে সরে যেতে পারেন না। নজরুলও পারেন নি। তিনি বলেন—

নমঃ নমঃ নমো বাংলাদেশ মম
চির মনোরম চির মধুর।
বুকে নিরবধি বহে শত নদী
চরণে জলধির বাজে নূপুর॥

ধর্মচেতনা নজরুলের প্রধান প্রধান বেশকিছু কবিতার মূল অনুষঙ্গ। তাঁর কিশোর-কবিতাও এর ব্যতিক্রম নয়। সংখ্যার দিক থেকে এ-ধরনের কবিতা খুব কম নয়। এ-ধরনের কবিতা সৃষ্টির জন্যে যে শুভ্রতা প্রয়োজন, নিজেকে বিনীত মহত্ত্বের আলোময়তায় হিল্লোলিত করা প্রয়োজন তার প্রাচুর্য রয়েছে এ-গোত্রের কিশোর কবিতায়।

আর শ্রেয়োচেতনা ধর্মচেতনা থেকেই প্রধানত উৎসারিত হয়েছে নজরুলের কবিতায়।

শিশুসাহিত্যেও এর ব্যতিক্রম নেই। মানুষের মধ্যে শ্রেয়োবোধ জাগিয়ে দেয়া উচিত শিশুকাল থেকেই। শিশুসাহিত্যে শ্রেয়োচেতনার গুরুত্ব সে-কারণে খুবই বেশি। নজরুলের ধর্মীয় চেতনাসমৃদ্ধ কিশোর কবিতা ছাড়া অন্য ধরনের কবিতায়ও শ্রেয়োচেতনার উৎসার ঘটেছে। মঙ্গলিক, মুকুলের উদ্বোধন, গরিবের ব্যথা প্রভৃতি কবিতার কথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

সারা ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের বাস। বিভিন্ন সময় নানান কারণে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বৈরী সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু নজরুল সবসময় স্বপ্ন দেখতেন এই দুই সম্প্রদায়ের একাত্মতার। নজরুলের একান্ত স্বপ্নের জগত এটা। দুই সম্প্রদায়কে তিনি দেখেছেন 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম' বা 'দুই নয়ন তারা' রূপে। এই স্বপ্ন তিনি শিশু-কিশোরদেরও দেখিয়েছেন। স্বভাবতই কল্পনাপ্রবণ শিশুরা ভালোবাসে স্বপ্ন দেখতে ; তাদের চোখে থাকে অদেখাকে দেখার, অজানাকে জানার অসীম আকাঙ্ক্ষা। নজরুলের কিশোর কবিতায় এমন অনেক আকাঙ্ক্ষা-জাগর বিষয়বস্তু প্রাণ পেয়েছে। বিখ্যাত কবিতা 'সংকল্প-এর নাম প্রসঙ্গত উল্লেখ্য।

শিশুরা নিজেদের প্রতিচ্ছবি দেখতে ভালোবাসে। নিজেদের মৌলিক প্রবণতাগুলো অন্য আরেকটি শিশুর মধ্যে দেখলে তার সঙ্গে নিজে একাত্ম অনুভব করে। তার আনন্দের খোরাক হয় সেটা। শিশু মনোজগতের এ-ধরনের বিষয় নিয়ে নজরুল কবিতা লিখেছেন সবচেয়ে বেশি। আর এ-ধরনের কবিতার শৈল্পিক সিদ্ধিও সম্ভবত সবচেয়ে বেশি। গুণগত মানের দিক থেকে এ-ধারার রচনাকে আমরা কেবলমাত্র সুকুমার রায়ের রচনাসমূহের সঙ্গে তুলনা করতে পারি, যদিও নজরুলের প্রকাশ-ভঙ্গির সঙ্গে সুকুমার রায়ের প্রকাশ-ভঙ্গির দূরত্ব বিস্তর। এ-ধারার অতি পরিচিত কয়েকটি রচনার নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। যেমন : খুকি ও কাঠবেরালি, লিচু-চোর, মটকু মাইতি বাঁটকুল রায় প্রভৃতি কবিতা। প্রায় সমমানের বেশকিছু কবিতা নজরুল লিখেছিলেন যা থেকে নির্বাচিত কিছু কবিতা এ-গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন: খোকার খুশি, নবার নামতা পড়া, আমি যদি বাবা হতাম, তালগাছ ইত্যাদি।

বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য অত্যন্ত সম্পদশালী। আমাদের গর্বের বিষয় এই ঐতিহ্য। লোকসাহিত্য উঠে আসে সাধারণ মানুষের সংস্কৃতির ভেতর থেকে, ফলে এর মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা থাকে না। মানুষের সাধারণ জীবনে এগুলো সাংঘাতিক প্রভাব বিস্তার করে কেবলমাত্র এর অন্তরঙ্গতার কারণে। এসবের স্রষ্টা জানেনও না কী আপরূপ ভুবনের তিনি স্রষ্টা। আধুনিক লেখকেরা বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজে লাগান এসব বিষয়। নজরুলও লোকঐতিহ্যের সঙ্গে নিজের কল্পনা মিশিয়ে সৃষ্টি করেছেন অসাধারণ ব্যঞ্জনাময় আবেদন। লোক-ছড়ার ঐতিহ্যের আধুনিক উপস্থাপনার অন্যতম পথিকৃৎ নজরুল। যেমন তিনি লিখেছেন--

ঘঘং ঘঘং ঘ্যাং আমি পদ্মদীঘির ব্যাঙ
আনন্দে আজ নাচ জুড়েছি ড্যাং ডাডা ড্যাং ড্যাং॥

কিংবা—

ঘুম পাড়ানি মাসিপিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো
বাটা ভরা পান দেব গাল ভরে খেয়ো
ঘুম আয় রে ঘুম আয় রে ঘুম।

হাস্যরস সৃষ্টি নজরুলের সহজাত ক্ষমতাগুলোর একটি। হাস্যরস শিশু-কিশোরদের কাছে খুব আদরণীয় ব্যাপার। শিশুর অনাবিল হাসির সমুদ্রকে চঞ্চল উচ্ছ্বাসে পরিণত করার হাতিয়ার নজরুলের হাতে ছিল। যেমন : ঠ্যাং চ্যাগাইয়া প্যাঁচা যায়, নতুন খাবার প্রভৃতি কবিতা।

এই গ্রন্থটিতে নজরুলের যে কিশোর-কবিতাগুলো দেয়া হয়েছে আশা করি তাতে নজরুলের কিশোর-কবিতার বৈচিত্র্য পাঠকদের আনন্দ দেবে।

আহমাদ মাযহার

শিশু জাদুকর

পার হয়ে কত নদী কত সে সাগর
এই পারে এলি তুই শিশু জাদুকর!
কোন্ রূপ-লোকে ছিলি রূপকথা তুই,
রূপ ধরে এলি এই মমতার ভুঁই।
নবনীত সুকোমল লাবণি লয়ে
এলি কে রে অবনীতে দিগ্‌বিজয়ে।
কত সে তিমির নদী পারায়ে এলি--
নির্মল নভে তুই চাঁদ পহেলি।
অমরার প্রজাপতি অন্যমনে
উড়ে এলি দূর কান্তার-কাননে।
পাখা ভরা মাখা তোর ফুল-ধরা ফাঁদ,
ঠোঁটে আলো চোখে কালো--কলঙ্কী চাঁদ!
কালো দিয়ে করি তোর আলো উজ্জ্বল--
কপালেতে টিপ দিয়ে নয়নে কাজল।

তারা-জুঁই এই ভুঁই আসিলি যবে
একটি তারা কি কম পড়িল নভে ?
বনে কি পড়িল কম একটি কুসুম ?
ধরণীর কোলে এলি একরাশ চুম।

স্বরগের সব-কিছু চুরি করে, চোর,
পলাইয়া এলি এই পৃথিবীর ক্রোড়!

নিয়ে এলি হুরিদের তুলতুলে গাল,
পরিদের রাঙা ঠোঁট টুকটুকে লাল,
কিন্নরী-কণ্ঠ ও নার্গিস চোখ,
ললাটেতে প্রভাতের উষার আলোক,
চিবুকের টোল ভরে সুধা অমিয়া,
মন্মথ-ফুলধনু ভুরুতে, নিয়া
চোখে ফিরদৌসের লাল ইয়াকুত!—
তোরে, চোর, খুঁজে ফেরে আসমানি দূত!
তোরে হেরি বেহেশতে কাঁদে ইউসুফ,
তোর হাসি শুনে বনে বুলবুলি চুপ।

ছোট তোর মুঠি ভরি আনিলি মণি—
সোনার জিয়ন-কাঠি মায়ার ননী।
তোর সাথে ঘর ভরে এল ফাল্গুন,
সব হেসে খুন হল, কী জানিস গুণ!
এল কুসুমের বাস পাখিদের গান,
ভিড় করে আলো এল, বুক ভরে প্রাণ।
পেলি হেথা ঠোঁট-ভরা মধু চুম্বন,
আমি দিনু হাতে তোর নামের কাঁকন।
তোর নামে রহিল রে মোর স্মৃতিটুক,
তোর মাঝে রহিলাম আমি জাগরূক।

খুকি ও কাঠবেরালি

কাঠবেরালি! কাঠবেরালি! পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়-মুড়ি খাও? দুধ-ভাত খাও? বাতাবি নেবু? লাউ?
বেরাল-বাচ্চা? কুকুর-ছানা? তাও?

ডাইনি তুমি হোঁৎকা পেটুক,
খাও একা পাও যেথায় যেটুক!
বাতাবি-নেবু সকলগুলো
একলা খেলে ডুবিয়ে নুলো!
তবে যে ভারি ল্যাজ উঁচিয়ে পুটুস পাটুস চাও?
ছোঁচা তুমি! তোমার সঙ্গে আড়ি আমার! যাও!
কাঠবেরালি! বাঁদরিমুখি! মারব ছুড়ে কিল?
দেখবি তবে? রাঙা দাকে ডাকব? দেবে ঢিল!

পেয়ারা দেবে? যা তুই ওঁচা!
তাইতে তো তোর নাকটি বোঁচা!
হুতমো-চোখি! গাপুস হুপুস
একলাই খাও হাপুস হুপুস!

পেটে তোমার পিলে হবে! কুড়ি-কুষ্টি মুখে!
হেই ভগবান! একটা পোকা যাস পেটে ওর ঢুকে!
ইস! খেয়ো না মস্তপানা ঐ সে পাকাটাও!
আমিও খুবই পেয়ারা খাই যে! একটি আমায় দাও!

কাঠবেরালি! তুমি আমার ছোড়দি হবে? বৌদি হবে? হুঁ!
রাঙা দিদি? তবে একটা পেয়ারা দাও না! উঁঃ!
এ রাম! তুমি ন্যাংটা পুঁটো?
ফ্রকটা নেবে? জামা দুটো?
আর খেয়ো না পেয়ারা তবে,
বাতাবি নেবুও ছাড়তে হবে!
দাঁত দেখিয়ে দিচ্ছ যে ছুট? অ-মা দেখে যাও!—
কাঠবিরালি! তুমি মর! তুমি কচু খাও!!

খোকার গপ্প বলা

মা ডেকে কন, 'খোকন-মণি! গপ্প তুমি জান ?
কও তো দেখি বাপ!'
কাঁথার বাহির হয়ে তখন জোর দিয়ে এক লাফ
বললে খোকন, 'গপ্প জানি, জানি আমি গানও!'
বলেই ক্ষুদে তানসেন সে তান জুড়ে জোর দিল—
'একদা এক হাড়ের গলায় বাঘ ফুটিয়াছিল!'

মা সে হেসে তখন
বলেন, 'উঁহুঁ, গান না, তুমি গপ্প বল খোকন!'
ন্যেংটা শ্রীযুত খোকন তখন জোর গম্ভীর চালে
সটান কেদারাতে শুয়ে বলেন, 'সত্যিকালে
এক যে ছিল রাজা আর মা এক যে ছিল রানি,
হাঁ মা আমি জানি,
মায়ে পোয়ে থাকত তারা,
ঠিক যেন ঐ গোঁদলপাড়ার জুজুবুড়ির পারা!

একদিন না রাজা —
ফড়িং শিকার করতে গেলেন খেয়ে পাঁপড়ভাজা!
রানি গেলেন তুলতে কলমি শাক
বাজিয়ে বগল টাক ডুমাডুম টাক!
রাজা শেষে ফিরে এলেন ঘরে
হাতির মতন একটা বিড়াল-বাচ্চা শিকার করে।
এসে রাজা দেখেন কি না, বাপ!
রাজ-বাড়িতে আগোড় দেওয়া, রানি কোথায় গাপ!
দুটোয় গিয়ে এলেন রাজা সত্‌রটার সে সময়!
বল তো মা-মণি তুমি, খিদে কি তায় কম হয় ?
টাঁটি-দেওয়া রাজবাড়িতে ওগো,
পান্তাভাত কে বেড়ে দেবে ?
খিদের জ্বালায় ভোগো!

ভুলুর মতন দাঁত খিঁচিয়ে বলেন তখন রাজা,
নাদ্‌না দিয়ে জরুর রানির ভাঙা চাই-ই মাজা।
এমন সময় দেখেন রাজা আসচে রানি দৌড়ে
সারকুঁড় হতে ক্যাঁকড়া ধরে রাম-ছাগলে চড়ে!
দেখেই রাজা দাদার মতন খিচমিচিয়ে উঠে—
'হাঁরে পুঁটে!'

বলেই খোকার শ্রীযুত দাদা সটান
দুইটি কানে ধরে খোকার চড় কসালেন পটাম।
বলেন, 'হাঁদা! ক্যাবলাকান্ত! চাষাড়ে'।
গপ্প করতে ঠাঁই পাও নি চণ্ডুখুরি আষাঢ়ে?
দেব নাকি ঠ্যাংটা ধরে আছাড়ে?
কাঁদেন আবার! মারব এমন থাপড়,
যে, কেঁদে'-তোমার পেটটি হবে কামারশালার হাপর!'
চড় চাপড় আর কিলে,
ভ্যাবাচ্যাকা খোকামণির চমকে গেল পিলে!
সেদিনকারের গপ্প বলার হয়ে গেল রফা,
খানিক কিন্তু ভেড়ার ভ্যাঁ ডাক শুনেছিলুম তোফা!

তালগাছ

ঝাঁকড়া চুলো তালগাছ, তুই দাঁড়িয়ে কেন ভাই।
আমার মতো পড়া কি তোর মুখস্থ হয় নাই॥

আমার মতো এক পায়ে ভাই,
দাঁড়িয়ে আছিস কান ধরে ঠায়
একটুখানি ঘুমোয় না তোর পণ্ডিত মশাই॥
মাথায় তুলে পাততাড়ি তোর
কী ছাই বকিস বকর বকর
আমতা আমতা করে নামতা পড়িস কি সদাই॥

তালগাছ তোর পাতার কোলে
বাবুই পাখির বাসা ঝোলে,
কোঁচড় ভরা মুড়ি যেন দে না দুটি খাই॥

পাখিরা তোর মাথায় এসে
উড়ে এসে জুড়ে বসে,
ঠুকরে ওরা দেয় কি মাথায় পাতা নাড়িস তাই॥

বাংলাদেশ

নমঃ নমঃ নমো
চির-মনোরম
বুকে নিরবধি
চরণে জলধির
শিয়রে গিরি-রাজ
আশীঃ-মেঘবারি
যেন উমার চেয়ে
ওড়ে আকাশ ছেয়ে

বাঙলাদেশ মম
চির-মধুর।
বহে শত নদী
বাজে নূপুর॥
হিমালয় প্রহরী,
সদা তার পড়ে ঝরি',
এ আদরিণী মেয়ে,
মেঘ চিকুর॥

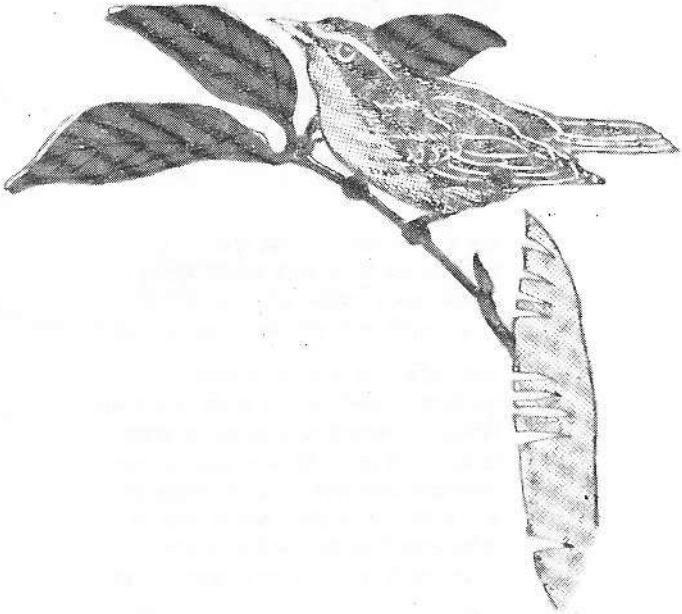

গ্রীষ্মে নাচে বামা
সহসা বরষাতে
শরতে হেসে চলে
গাহিয়া আগমনী—
হরিত অঞ্চল
ফেরে সে মাঠে মাঠে
শীতের অলস বেলা
ফাগুনে পরে সাজ

কাল-বোশেখি ঝড়ে,
কাঁদিয়া ভেঙে পড়ে
শেফালিকা-তলে
গীতি বিধুর॥
হেমন্তে দুলায়ে
শিশির-ভেজা পায়ে,
পাতা ঝরার খেলা
ফুল-বধূর॥

এই দেশের মাটি
যে রস যে সুধা
এই মায়ের বুকে
ঘুমাব এই বুকে

জল ও ফুলে ফলে,
নাহি ভূমণ্ডলে,
হেসে খেলে সুখে
স্বপ্নাতুর॥

খাঁদু-দাদু

অ মা! তোমার বাবার নাকে কে মেরেছে ল্যাং?
খ্যাঁদা নাকে নাচছে ন্যাদা—নাক ডেঙাডেং ড্যাং!

ওঁর নাকটাকে কে করল খ্যাঁদা র‍্যাঁদা বুলিয়ে?
চামচিকে-ছা বসে যেন ন্যাজুড় ঝুলিয়ে!
বুড়ো গরুর টিকে যেন শুয়ে কোলা ব্যাং!
অ মা! আমি হেসে মরি, ন্যাক ডেঙাডেং ড্যাং!

ওঁর খ্যাঁদা নাকের ছেঁদা দিয়ে টুকি কে দেয় 'টুঁ'!
ছোড়দি বলে সর্দি ওটা, এ রাম! ওয়াক! থুঃ!
কাছিম যেন উপুড় হয়ে ছড়িয়ে আছেন ঠ্যাং!
অ মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ড্যাং!

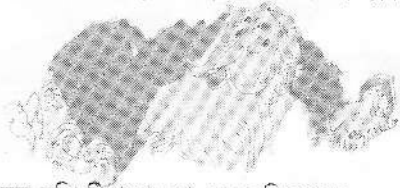

দাদু বুঝি চিনাম্যান মা, নাম বুঝি চাং চু,
তাই বুঝি ওঁর মুখটা অমন চ্যাপটা সুধাংশু!
জাপান দেশের নোটিশ উনি নাকে এঁটেছেন!
অ মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ডেং!

দাদুর নাকি ছিল না মা অমন বাদুড়-নাক,
ঘুম দিলে ঐ চ্যাপটা নাকেই বাজত সাতটা শাঁখ।
দিদিমা তাই থ্যাবড়া মেরে ধ্যাবড়া করেছেন!
অ মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ডেং!
লম্ফানন্দে লাফ দিয়ে মা চলতে বেঁজির ছা
দাড়ির জালে পড়ে জাদুর আটকে গেছে গা,
বিল্লি-বাচ্চা দিল্লি যেতে নাসিক এসেছেন!
অ মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ডেং!

দিদিমা কি দাদুর নাকে টাঙতে 'আলমানাক'
গজাল ঠুঁকে দেছেন ভেঙে বাঁকা নাকের কাঁখ?
মুচি এসে দাদুর আমার নাক করেছে 'ট্যান'!
অ মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ড্যাং!

বাঁশির মতন নাসিকা মা মেলে নাসিকে,
সেথায় নিয়ে চল দাদু দেখন-হাসিকে।
সেথায় গিয়ে করুন দাদু গরুড় দেবের ধ্যান,
খাঁদু-দাদু নাকু হবেন, নাক ডেঙাডেং ড্যাং।

প্রজাপতি

প্রজাপতি! প্রজাপতি!
কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা।
টুকটুকে লাল-নীল ঝিলিমিলি আঁকা-বাঁকা॥

তুমি টুলটুলে বন-ফুলে মধু খাও,
মোর বন্ধু হয়ে সেই মধু দাও,
দাও পাখা দাও, সোনালি রুপালি পরাগ-মাখা॥
মোর মন যেতে চায় না পাঠশালাতে
প্রজাপতি! তুমি নিয়ে যাও সাথি করে তোমার সাথে।

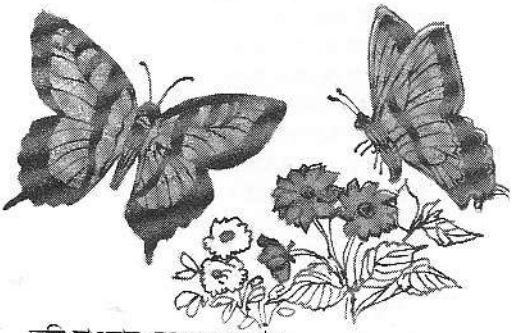

তুমি হাওয়ায় নেচে নেচে যাও,
আর তোমার সাথে মোরে আনন্দ দাও;
এই জামা ভালো লাগে না, দাও জামা ওই ছবি-আঁকা॥

লিচু-চোর

বাবুদের তাল-পুকুরে
হাবুদের ডাল-কুকুরে
সে কি বাস করলে তাড়া,
বলি থাম, একটু দাঁড়া!
পুকুরের ঐ কাছে না
লিচুর এক গাছ আছে না
হোথা না আস্তে গিয়ে
য়্যাব্বড় কাস্তে নিয়ে
গাছে গ্যে যেই চড়েছি
ছোট্ট এক ডাল ধরেছি,
ও বাবা, মড়াৎ করে
পড়েছি সড়াৎ জোরে।
পড়বি পড় মালীর ঘাড়েই,
সে ছিল গাছের আড়েই।
ব্যাটা ভাই বড় নচ্ছার,
ধুমাধুম গোটা দুচ্চার

দিলে খুব কিল ও ঘুসি
একদম জোরসে ঠুসি।
আমিও বাগিয়ে থাপড়
দে হাওয়া চাগিয়ে কাপড়
লাফিয়ে ডিঙনু দেয়াল,
দেখি এক ভিট্‌রে শেয়াল!
আরে থ্যাৎ শেয়াল কোথা ?
ভুলোটা দাঁড়িয়ে হোথা!
দেখে যেই অ্যাৎকে ওঠা
কুকুরও জুড়লে ছোটা!
আমি কই কম্ম কাবার
কুকুরেই করবে সাবাড়!
'বাবা গো মা গো' বলে
পাঁচিলের ফোকল গলে
ঢুকি গ্যে বোসদের ঘরে,
যেন প্রাণ আসল ধড়ে।
যাব ফের ? কান মলি ভাই,
চুরিতে আর যদি যাই!
তবে মোর নামই মিছা!
কুকুরের চামড়া খিঁচা
সে কি ভাই যায় রে ভুলা—
মালীর ঐ পিটনিগুলা!
কী বলিস ? ফের হপ্তা ?
তৌবা—নাক খপতা।

ঘুমপাড়ানি গান

ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো
ঘুম আয় রে, ঘুম আয় ঘুম।

ঘুম আয় রে, দুষ্টু খোকায় ছুঁয়ে যা
চোখের পাতা লজ্জাবতী লতার মতো নুয়ে যা।
ঘুম আয় রে, ঘুম আয় ঘুম।

মেঘের মশারিতে রাতের চাঁদ পড়ল ঘুমিয়ে
খোকার চোখের পাপড়ি পড়ুক ঘুমে ঝিমিয়ে।
শুশুনি শাক খাওয়াব, ঘুমপাড়ানি আয়
ঝিঁঝি পোকার নূপুর খোল, খোকা ঘুম যায়
ঘুম আয় রে, ঘুম আয় ঘুম॥

আমি যদি বাবা হতাম

আমি যদি বাবা হতাম বাবা হত খোকা!
না হলে তার নামতা পড়া মারতাম মাথায় টোকা॥

রোজ যদি হত রবিবার
কী মজাটাই হত না আমার
থাকত না আর নামতা পড়া লেখা আঁকা-জোকা
আমি যদি বাবা হতাম বাবা হত খোকা॥

মাঙ্গলিক

ভোরের বেলায় ব-গগনে সূর্যিঠাকুর দেন উঁকি,
বলেন, 'অলস, জড়ের মতন বসে বসে ভাবছ কী ?
আমার আকাশ-মায়ের কোলে জাগি আমি ভোরবেলায়,
আমার হাসির উচ্ছলতা বনে বনে ফুল ফোটায়।
ক্রমেই যত ঊর্ধ্বে উঠি ততই আমি হই প্রখর,
শক্তি-তেজের উজল দ্যুতি ছড়াই বিশ্ব ভুবন পর।
রঙে রঙে রাঙাই আকাশ, যখন সাঁঝে অস্ত যাই,
ত্রিলোক মলিন মোর বিদায়ে যাবার বেলা দেখতে পাই।

তোমার জীবন এমনি হবে শৈশবে আনন্দময়,
যেথায় যাবে, সেথাই যেন নূতন প্রাণের লহর বয়।
তোমার শক্তি তপস্যাতে আসবে কাছে ঊর্ধ্বলোক,
তোমার আলোক ঘুচিয়ে দেবে ত্রিজগতের দুঃখ-শোক।

এই পৃথিবীর আঁধার যত, এই মানুষের সকল ভয়
করবে মোচন শক্তি দিয়ে শৌর্য দিয়ে, হে দুর্জয়!
দেশের জাতির লজ্জা, গ্লানি, কলঙ্ক ও অসম্মান—
তোমার তেজে দগ্ধ হবে, জাগবে বুকে নূতন প্রাণ।
যে সব আত্ম-অবিশ্বাসী ভয়ের গুহায় লুকিয়ে রয়
তোমার ডাকে আসবে ছুটে হে তেজোবীর, হে দুর্জয়!
যে আদর্শ-মানুষ আজও জন্মে নি কো এই ধরায়,
তুমিই হবে সেই-সে মানুষ অধ্যবসায়, তপস্যায়।
সূর্য-সম শেষ জীবনে রাঙিয়ে যাবে দিগ্বিদিক,
যুক্ত-করে বিশ্ব-নিখিল গাইবে তোমার মাঙ্গালিক।
অস্ত গেলে রবি যেমন জগৎ দেখায় অন্ধকার,
হারিয়ে তোমায় কাঁদবে শোকে তেমনি মানুষ এই ধরার।'

চলব আমি হালকা চালে

চলব আমি হালকা চালে
পলকা খেয়ায় হাওয়ার তালে,
কুসুম যেমন গন্ধ ঢালে
তরল সরল ছন্দে রে।
যেমন চলার ছন্দ লুটে
চন্দ্র ডোবে সূর্য উঠে,
সন্ধ্যা সকাল সমীর ছুটে
যেমন সে আনন্দে রে॥

নাই বা হলেম মস্ত ভারি,
নাই হল ঘর লাখ-দুয়ারী,
বিশটে ঘোড়া দশটা দ্বারী
ভিড় যে দেওয়ান গোমস্তার।
ভারিক্কি কী! উঠতে গেলে
স্কন্ধে করে তুলবে ঠেলে,
মূর্তি দেখেই ছুটবে ছেলে,
চাইনে সে ভার, নমস্কার॥

যে ভার বয়ে রাখাল ছেলে
মাঠে মাঠে বেড়ায় খেলে,
হাতের বেণু দেয় সে ফেলে
একটু যদি ভার ঠেকে।
বসে মাটির সিংহাসনে
মাঠের সপ্ত রাজ্য গোণে,
দুন্দুভি তার বাজছে শোনে
সাত সমুদ্দুর পার থেকে॥

এরোপ্লেন ঐ মোষ-গোঙানো
ঢাউস যেন আকাশ-দানো,
বিরাট বিপুল ভয়-দেখানো
চাইনে হতে চাইনে, ভাই!

হালকা পাখার পাল তুলে সে
মরাল ওড়ে আকাশ ঘেঁষে,
পদ্ম যেন চলছে ভেসে,
অমনি পাখায় উড়তে চাই॥

চাঁদের দেশে চরকা বুড়ি
কাটছে সুতো যাচ্ছে উড়ি,
তেমনি উদাস গগন জুড়ি
চলব উড়ে হালকা বায়।
বুদ্বুদ-জল-বিম্ব যেমন
হাওয়ায় উড়ায় রাঙায় কিরণ,
স্বপন-পরির যেমন উড়ন
তেমনি এ প্রাণ উড়তে চায়॥

মস্ত জাহাজ ব্যস্ত ভারি
সিন্ধু-ডাকাত জাল-পসারি,
মীনের ভীতি ধ্বংস-চারী
চাইনে ভাই ঐ জল-শকুন।
ছন্দ-দোদুল আমার তরী—
আমার তরী সলিল-পরি,
নাচবে ঢেউএর নূপুর পরি,
উজান পানে টানবে গুণ।
আনব কাগজ আনব কেয়া
গড়ব আমার ঠুনকো খেয়া,
অশথ পাতার ভেঁপুর দেয়া
বাজবে ঘন, হাঁকবে জোর—
চাঁদ সদাগর আসছে ওরে
রত্ন-মানিক বোঝাই করে,
সপ্ত ডিঙা ফিরছে ঘরে
ফিরছে বেউলো লখিন্দোর॥

সাবমেরিনের মারণ-নীতি
ভরা ডুবি করছে নিতি,
কুমির হতেও ভীষণ রীতি
ডুব দিয়ে সব খাচ্ছে জল!

আমি হব পানকৌড়ি
সঙ্গে সাথি মীন-গৌরী,
ফিরব ঘুরে জল-দেউড়ি
দেখব জলের শীতল তল॥

ভাবছ বুঝি, বাহ্ কী মজা,
রেলের গাড়ির লাইন সোজা
লক্ষ লোকের বইছে বোঝা
ঝড়ির সনে দিচ্ছে রেস!
আমার ভরসা চরণ-নেয়ে,
মাঠের বাউল চলব ধেয়ে,
পথের সকল ছেলে-মেয়ে
চিনবে আমায় জানবে দেশ॥

আবার পথে ফিরব যবে
সবাই ঘিরে কুশল কবে,
সুদূর আমার নিকট হবে
সকল যে ঘর ইস্টিশান!
বন্দর মোর সকল ঘাটে
গহন বনে ধানের মাঠে,
আমার সহজ ছন্দ-নাটে
বন্ধ সারা সৃষ্টিখান॥

আমার রাখাল আমার চাষী
সবাই বলে—ভালোবাসি!
বিদায়-কালে বলি, 'আসি!'
'যাই' এখানে বলতে নাই!
আমার আলাপ জলে স্থলে
সহজ চলায় চোখের জলে,
লতা ছিঁড়ে কুসুম দলে
হয় যে আমায় চলতে, ভাই॥

নবার নামতা পড়া

একেককে এক—
বাবা কোথায়, দেখ।
দুয়েককে দুই—
নেইক ? একটু শুই!
তিনেককে তিন—
উহুহু! গেছি! আলপিন।
চারেককে চার—
ঐ ঘরে আচার!
পাঁচেককে পাঁচ—
হুই দেখ কুলের গাছ।
ছয়েককে ছয়—
বাবা গুড বয়

সাতেককে সাত—
পণ্ডিত মশাই কাত ;
আটেককে আট—
আমি বড় লাট।

নয়েককে নয়—
আর একটু ভয়।
দশেককে দশ—
বাবা আপিস ! ব্যস !

ঘুম-জাগানো পাখি

আমি হব সকাল বেলার পাখি
সবার আগে কুসুম-বাগে
উঠব আমি ডাকি !
সূয্যি মামা জাগার আগে
উঠব আমি জেগে,
হয় নি সকাল, ঘুমো এখন,
মা বলবেন রেগে।
বলব আমি, আলসে মেয়ে
ঘুমিয়ে তুমি থাক,
হয় নি সকাল, তাই বলে কি
সকাল হবে নাক ?
আমরা যদি না জাগি মা
কেমনে সকাল হবে,
তোমার মেয়ে উঠলে গো মা
রাত পোহাবে তবে।
ঊষা দিদি ওঠার আগে
উঠব পাহাড়-চূড়ে,
দেখব নিচে ঘুমায় শহর
শীতের কাঁথা মুড়ে।

ঘুমায় সাগর বালুচরে
নদীর মোহনায়
বলব আমি, ভোর হল যে,
সাগর ছুটে আয়!

ঝরনা মাসি বলবে হাসি,
খুকি এলি নাকি ?
বলব আমি, নইকো খুকি,
ঘুম-জাগানো পাখি।

প্রভাতী

ভোর হোলো
দোর খোলো
        খুকুমণি ওঠ রে!
ঐ ডাকে
জুঁই-শাখে
        ফুল-খুকি ছোট রে!
        খুকুমণি ওঠ রে!
রবি মামা
দেয় হামা
        গায়ে রাঙা জামা ঐ,
দারোয়ান
গায় গান
        শোনো ঐ, 'রামা হৈ!'
ত্যজি নীড়
করে ভিড়
        ওড়ে পাখি আকাশে,
এন্তার
গান তার
        ভাসে ভোর বাতাসে।

চুলবুল
বুলবুল
        শিস্ দেয় পুষ্পে,

এইবার
এইবার
খুকুমণি উঠবে!
খুলি হাল
তুলি পাল
ঐ তরী চলল,
এইবার
এইবার
খুকু চোখ খুলল!
আলসে
নয় সে
ওঠে রোজ সকালে,
রোজ তাই
চাঁদা ভাই
টিপ দেয় কপালে।

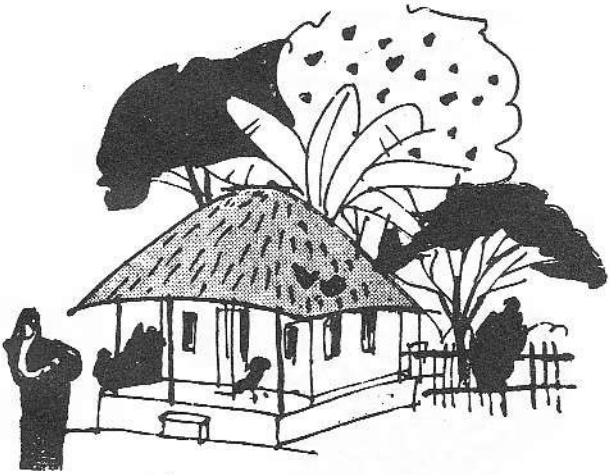

উঠল
ছুটল
ঐ খোকাখুকি সব,
'উঠেছে
আগে কে'
ঐ শোনো কলরব।
নাই রাত,
মুখ হাত
ধোও, খুকু জাগো রে!
জয় গানে
ভগবানে
তুমি বর মাগো রে!

ও ভাই কোলা ব্যাঙ

ও ভাই কোলা ব্যাঙ
ও ভাই কোলা ব্যাঙ।

সর্দি তোমার হয় না বুঝি
ও ভাই কোলা ব্যাঙ,
সারাটি দিন জল ঘেঁটে যাও
ছড়িয়ে দুটি ঠ্যাঙ ॥

লক্ষ্মী মেয়ে মা তোর বুঝি
খেল্লে বেড়ায় না কো খুঁজি
কেউ বকে না মজাছে তাই
গাইছ ঘেঙর ঘ্যাঙ ॥

দিবা নিশি জল ঘাঁটো তাও
চোখ ওঠে না কী ওষুধ খাও ?
জলদানোটা আসলে ফেলে
দাও কি মেরে ল্যাঙ ॥

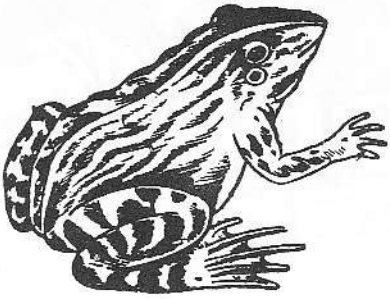

কত সে মাছ পুকুর-ভরা
মাছ খাও রোজ টাটকা-ধরা,
রুই, মৃগেল, কাতলা, চিতল,
মাগুর, ল্যাটা, চ্যাঙ ॥

ব্যাঙদাদা তোর মায়ের মতো
মা যদি মোর লক্ষ্মী হত
তোর সাথে ভাই থাকতাম জলে
ছ্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং ॥

প্যাঁচা

ঠ্যাং চ্যাগাইয়া প্যাঁচা যায়
যাইতে যাইতে খ্যাচখ্যাচায়।
প্যাঁচায় গিয়া উঠল গাছ,
কাওয়ারা সব লইল পাছ।
প্যাঁচার ভাইস্ত কোলা ব্যাঙ
কইল, চাচা দাও মোর ঠ্যাং।
প্যাঁচায় কয়, বাপ, বাড়িত যাও
পাছ লইছে সব হাপের ছাও।
ইঁদুর জবাই কইর‍্যা খায়
বোঁচা নাকে ফ্যাচফ্যাচায়॥

সানির ইচ্ছা

আমি সাগর পাড়ি দেব, হব সওদাগর,
সাতসাগরে ভাসবে আমার সপ্ত মধুকর।
আমার ঘাটের সওদা নিয়ে যাব সবার ঘাটে,
চলবে আমার বেচা-কেনা বিশ্ব-জোড়া হাটে।
ময়ূরপঙ্খী বজরা আমার, লাল-রঙা পাল তুলে
ঢেউ-এর দোলায় হাঁসের মতন চলবে হেলেদুলে।
চারপাশে মোর গাঙ-চিলেরা করবে এসে ভিড়—
হাতছানিতে ডাকবে আমায় নতুন দেশের তীর।

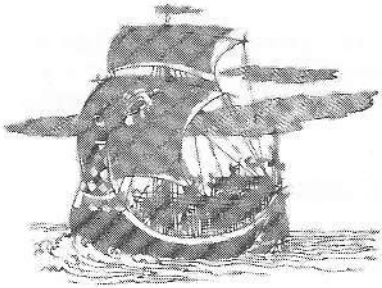

সপ্তসাগর রাজ্য আমার, হব সিন্ধুপতি,
আমার রাজ্যে কর জোগাবে রেবা-ইরাবতী।
রক্ত-রাঙা পলাশদ্বীপে রাজধানী মোর হবে
জয়-গান মোর উঠবে নিতুই সাগর-রোলের স্তবে।
সপ্ত-দ্বীপা পৃথিবীরে রইবে সদা ঘিরে
যেন কোলের খোকার মতো আমার সাগর-নীরে।
সাগর-তলের সপ্ত পাতাল নাই সন্ধান যার
জয় করব, আমি তারে করব আবিষ্কার।

পল্লি-জননী

এ কী অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লি-জননী।
ফুলে ও ফসলে কাদা মাটি জলে ঝলমল করে লাবণী॥

রৌদ্রতপ্ত বৈশাখে তুমি চাতকের সাথে চাহ জল,
আম কাঁঠালের মধুর গন্ধে জ্যৈষ্ঠে মাতাও তরুতল।
ঝঞ্ঝার সাথে প্রান্তরে মাঠে কভু খেল লয়ে অশনি॥
কেতকী-কদম-যূথিকা কুসুমে বর্ষায় গাঁথ মালিকা,
পথে অবিরল ছিটাইয়া জল খেল চঞ্চলা বালিকা।
তড়াগে পুকুরে থই থই করে শ্যামল শোভার নবনী॥

শাপলা শালুকে সাজাইয়া সাজি শরতে শিশিরে নাহিয়া,
শিউলি-ছোপানো শাড়ি পরে ফের আগমনী-গীত গাহিয়া।
অঘ্রাণে মা গো আমন ধানের সুঘ্রাণে ভরে অবনী॥

শীতের শূন্য মাঠে তুমি ফের উদাসী বাউল সাথে মা,
ভাটিয়ালি গাও মাঝিদের সাথে, কীর্তন শোন রাতে মা।
ফাল্গুনে রাঙা ফুলের আবীরে রাঙাও নিখিল ধরণী॥

এই পথটা কাটব

এই পথটা কাটব, পাথর ছুড়ে মারব।
এই পথটা কাটব, বঁটি ফেলে মারব, এই কাটলাম, চু—
বৌ পালাল বৌ পালাল বিয়ের হাঁড়ি নিয়ে।
সে বৌকে আনতে যাব মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে॥

খোকার খুশি

কী যে ছাই ধানাই-পানাই—
সারাদিন বাজছে সানাই,
এদিকে কাবুর গা নাই
আজি না মামার বিয়ে!

বিবাহ! বাস, কী মজা!
সারাদিন মণ্ডা গজা
গপাগপ খাও না সোজা
দেয়ালে ঠেসান দিয়ে।
তবু বর হচ্ছিনে ভাই,
বরের কী মুশকিলটাই—
সারাদিন উপোস মশাই
শুধু খাও হরিমটর!

শোন ভাই, মোদের যবে
বিবাহ করতে হবে—
'বিয়ে দাও' বলব, 'তবে
কিছুতেই হচ্ছিনে বর!'
সত্যি, কও না মামা,
আমাদের অমনি জামা
অমনি মাথায় ধামা
দেবে না বিয়ে দিয়ে?
মামিমা আস্‌লে এ-ঘর
মোদেরও করবে আদর?
বাস, কী মজার খবর!
আমি রোজ করব বিয়ে॥

মটকু মাইতি বাঁটকুল রায়

মটকু মাইতি বাঁটকুল রায়
ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে যায়
বেঁটে খাটো নিটপিটে পায়
ছেৎরে চলে কেৎরে চায়।
মটকু মাইতি বাঁটকুল রায়॥

পায়ে পরে গারদা বুট আর পট্টি
গড়াইয়া চলে যেন গাঁঠরি ও মোটটি,
হনু লু লু সুরে গায় গান উদভট্টি
হাঁটি হাঁটি পা পা ডাইনে বাঁয়।
মটকু মাইতি বাঁটকুল রায়॥

রাস্তায় তেড়ে এল এঁড়ে এক দামড়া
ঢুঁস খেয়ে বাঁটকুর ছড়ে গেল চামড়া।
ভয়ে মটকুর চোখ হয়ে গেল আমড়া,
সে উলটিয়ে সাতপাক ডিগবাজি খায়।
মটকু মাইতি বাঁটকুল রায়॥

এক বৃন্তে দুটি কুসুম

মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।
মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ॥
এক সে আকাশ-মায়ের কোলে
যেন রবি-শশী দোলে,
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ির টান॥
মোরা এক সে দেশের খাই গো হাওয়া, এক সে দেশের জল,
এক সে মায়ের বক্ষে ফলে একই সে ফুল ও ফল।
এক সে দেশের মাটিতে পাই
কেউ গোরে, কেউ শ্মশানে ঠাঁই,
মোরা এক ভাষাতে মাকে ডাকি, এক সুরে গাই গান॥
চিনতে নেরে আঁধার রাতে করি মোরা হানাহানি,
সকাল হলে হবে রে ভাই ভায়ে ভায়ে জানাজানি,
কাঁদব তখন গলা ধরে,
চাইব ক্ষমা পরস্পরে,
হাসবে সেদিন গরব ভরে এই হিন্দুস্থান॥

ঘুম-ভাঙার গান

জাগো জাগো গোপাল নিশি হল ভোর,
কাঁদে ভোরের তারা হেরি তোর ঘুমঘোর॥
ওরে দামাল ছেলে তুই জাগিস নি তাই
বনে জাগে নি পাখি, ঘুমে মগ্ন সবাই,
বাতাস নিশ্বাস ফেলে খুঁজিছে বৃথাই
তোর বাঁশরি লুটায়ে কাঁদে আঙিনায় মোর॥

তুই উঠিস নি বলে দেখ রবি ওঠে নি,
ঘরে আনন্দ নাই, বনে ফুল ফোটে নি।
ধোয়াবে বলিয়া তোর চোখের কাজল
থির হয়ে আছে ঘাটে যমুনার জল
অঞ্চল ঢাকা মোর, ওরে চঞ্চল
আজি চেয়ে আছি কবে ঘুম ভাঙিবে তোর॥

চাষি

চাষিকে কেউ চাষা বলে
করিয়ো না ঘৃণা,
বাঁচতাম না আমরা কেহ
ঐ সে কৃষাণ বিনা।

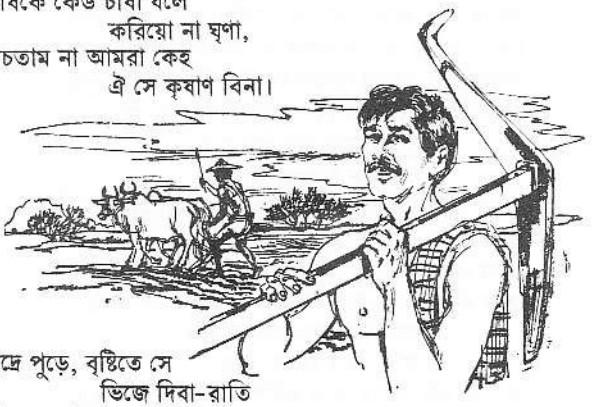

রৌদ্রে পুড়ে, বৃষ্টিতে সে
ভিজে দিবা-রাতি
মোদের ক্ষুধার অন্ন যোগায়,
চায় না কো সে খ্যাতি।

সংকল্প

থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে,—
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ দেশান্তরে
ছুটছে তারা কেমন করে,
কিসের নেশায় কেমন করে মরছে যে বীর লাখে লাখে,
কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে॥

কেমন করে বীর ডুবুরি সিন্ধু সেঁচে মুক্তা আনে,
কেমন করে দুঃসাহসী চলছে উড়ে স্বর্গপানে।
জাপটে ধরে ঢেউয়ের ঝুঁটি
যুদ্ধ-জাহাজ চলছে ছুটি,
কেমন করে আনছে মানিক বোঝাই করে সিন্ধু-যানে,
কেমন জোরে টানলে সাগর উথলে ওঠে জোয়ার-বানে॥
কেমন করে মথলে পাথার লক্ষ্মী ওঠেন পাতাল ফুঁড়ে,
কিসের অভিযানে মানুষ চলছে হিমালয়ের চূড়ে।
তুহিন মেরু পার হয়ে যায়
সন্ধানীরা কিসের আশায় ;
হাউই চড়ে চায় যেতে কে চন্দ্রলোকের অচিন পুরে ;
শুনব আমি, ইঙ্গিত কোন্ 'মঙ্গল' হতে আসছে উড়ে॥
কোন্ বেদনায় টিকি কেটে চণ্ডু-খোর এ চীনের জাতি
এমন করে উদয়-বেলায় মরণ-খেলায় উঠল মাতি।
আয়র্লন্ড আজ কেমন করে
স্বাধীন হতে চলছে ওরে ;
তুরস্ক ভাই কেমন করে কাটল শিকল রাতারাতি !
কেমন করে মাঝ-গগনে নিবল গ্রিসের সূর্য-বাতি॥

রইব নাকো বদ্ধ খাঁচায়, দেখব এ-সব ভুবন ঘুরে—
আকাশ-বাতাস চন্দ্র-তারায় সাগর-জলে পাহাড়-চূড়ে।
আমার সীমার বাঁধন টুটে
দশ দিকেতে পড়ব লুটে;
পাতাল ফেড়ে নামব নিচে, উঠব আবার আকাশ ফুঁড়ে;
বিশ্ব-জগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে॥

কোথায় ছিলাম আমি

মাগো! আমায় বলতে পারিস কোথায় ছিলাম আমি
কোন্ না-জানা দেশ থেকে তোর কোলে এলাম নামি ?
আমি যখন আসি নি, মা তুই কি আঁখি মেলে
চাঁদকে বুঝি বলতিস—ঐ ঘর ছাড়া মোর ছেলে ?
শুকতারাকে বলতিস কি আয় রে নেমে আয়
তোর রূপ যে মায়ের কোলে বেশি শোভা পায়!
কাজলা দিঘি নাইতে গিয়ে পদ্মফুলের মুখে
দেখতিস কি আমার ছায়া, উঠত কাঁদন বুকে ;
গাঙে যখন বান আসত, জানত না সে কেউ
তোর বুকে কি আসতাম মা, হয়ে স্নেহের ঢেউ?
ঝড় আসত, তুই ভাবতিস দুরন্ত ঐ ছেলে
শান্ত হবে খোকা হয়ে আমার বুকে এলে।

সন্ধ্যা-প্রদীপ নিভে যেত তুলসি তলায় যেতে
দীপের শিখা চাইতিস তুই ধরতে আঁচল পেতে?
ঠাকুর কি মা বলত তখন বাজিয়ে যেন বাঁশি,
'দীপের আলো আসবে হয়ে তোমার খোকার হাসি।'
ঠাকুর বুঝি বলত, 'মা গো তোর প্রণামের দেনা
শোধ করতে খোকা হব, রইব চির-কেনা!'

বুঝতে নারি মন কেন মা এমন অধীর হয়
আকাশ বাতাস এই পৃথিবী সমান যেন কয়,
'তুই যে আমার, এই তো সেদিন আমার বুকে ছিলি'
বর্ষার মেঘ ডাকে, খুলে বিজলি-ঝিলিমিলি।
আকাশ বলে, 'তোকে ছুঁতে নুয়ে আমি থাকি
এই তো সেদিন তুই ছিলি এই নীল আকাশের পাখি!'

বাতাস বলে, আদর করে হাত বুলিয়ে গায়,
'আমার বুকের খোকারে তুই আমার বুকে আয়!'
ঝরা ফুলে খুঁজি আমি, দীপ নিভিয়ে দেখি
এই কিরে চির-চঞ্চল মোর, আমার খোকা একি!
বহ্নি বলে, 'প্রদীপ হয়ে ঘরে ঘরে খুঁজি,
যে খোকারে দেখি—ভাবি আমার খোকা বুঝি।'
জলের ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়ি নদীর, দিঘির জলে
ঢেউ দিয়ে সে জড়িয়ে ধরে, কত কথা বলে!
এই পৃথিবীর মাঠ ঘাট পথ সবাই বলে জানি
আকাশ পারের শূন্য থেকে তোরে কোলে টানি।
যা দেখি মা, আজ মনে হয় সবই মায়ের কোল
বিশ্বভুবন কোলে করে আমারে দেয় দোল।

নীড়ের পাখি যেমন মাগো আকাশ পানে ধায়,
আকাশ পেয়ে খানিক পরে নীড়কে আবার চায়
তেমনি যেন স্বপ্নে আমি ভুবন ঘুরে আসি,
মাগো, তবু সবার চেয়ে তোমায় ভালোবাসি।
তুমিই তো মা ছড়িয়ে আছ বিশ্বময়ী হয়ে
তুমিই নাচাও, তুমি খেল আমায় কোলে লয়ে।
মোর এ-স্বপন মিথ্যা নহে, মাগো আমায় বল্,
একি, কেন চোখ দিয়ে তোর ঝরে এত জল?

ঝুমকো লতায় জোনাকি

ঝুমকো লতায় জোনাকি—মাঝে মাঝে বিষ্টি গো
আবোল তাবোল বকে কে তারও চেয়ে মিষ্টি গো
মিষ্টি, মিষ্টি।

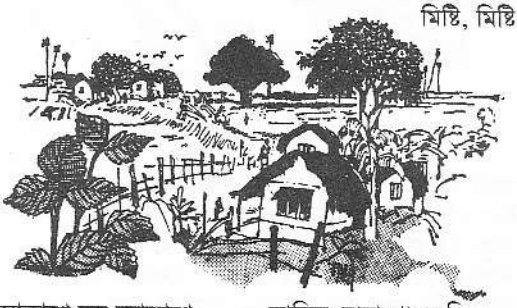

আকাশে সব ফ্যাকাশে ডালিম-দানা পাকে নি
চাঁদ ওঠে নি কোলে তার মা বলে সে ডাকে নি

রাগ করেছে বাঘিনী
স্বপ্ন তাহার ভেঙে যায়
পাথর হয়ে আছে ঝিনুক
মাকে বলে—'খোকা কই
বারো বছর হাসে না
খোকা কেন আসে না।
দুধের বাটি দোলনা
কিছুই খেলা হল না!
কিছুই ভালো লাগে না!'

কেঁদে বলে ঘরের জিনিস— 'যেমন ছিলাম তেমনি আছি—
খোকা কেন ভাঙে না, কিছুই ভালো লাগে না।'

ঘঘং ঘঘং ঘ্যাং

ঘঘং ঘঘং ঘ্যাং, আমি পদ্ম-দিঘির ব্যাঙ।
আনন্দে আজ নাচ জুড়েছি—ড্যাং ডা ডা ড্যাং ড্যাং॥

পদ্ম-পাতায় ডিগবাজি খাই উলটে দিয়ে ঠ্যাং।
আমার সাথে লাগতে এলে মারব তেড়ে ল্যাং॥

নতুন খাবার

কম্বলে অম্বল
কেরোসিনের চাটনি,
চামচের আমচুর—
খাইছ নি নাৎনি ?

আমড়া—দামড়ার
কান দিয়ে ঘষে নাও,
চামড়ার বাটিতে
চটকিয়ে কষে খাও!

শেয়ালের ন্যাজ
গোটা দুই প্যাঁজ
বেশ করে ভিজিয়ে,

ঘুট করে খেয়ে ফেল!
মুখে কেন কথা এল?
'কী মজার চিজই এ!"
ঝুমকো লতার পাতা
লাল পুতুলের মাথা
বেঁধে কারো টিকি'তে,
ঢেঁকিতে বেশ করে
পাঁড় দিয়ে তার পরে
খেয়ো মেখে 'সিকি-তে!
দাদার গায়ে কাদা
সাথে ছেঁচা আদা
খুব কষে মাখিয়ে,
বেরালির নাকে
কিম্বা কারু টাকে—
খেয়ো দেখি নেচি করে পাকিয়ে!

চড়ুই পাখির ছানা

মস্ত বড় দালান-বাড়ির উঁই-লাগা ঐ কড়ির ফাঁকে
ছোট্ট একটি চড়াই-ছানা কেঁদে কেঁদে ডাকছে মাকে।
'চুঁ চা' রবের আকুল কাঁদন যাচ্ছিল নে' বসন-বায়ে।
মায়ের পরান ভাবলে—বুঝি দুষ্টু ছেলে নিচ্ছে ছা-য়ে।
অমনি কাছের মাঠটি হতে ছুটল মাতা ফড়িং মুখে,
স্নেহের আকুল আশিস-জোয়ার উথলে ওঠে মা'র সে-বুকে!

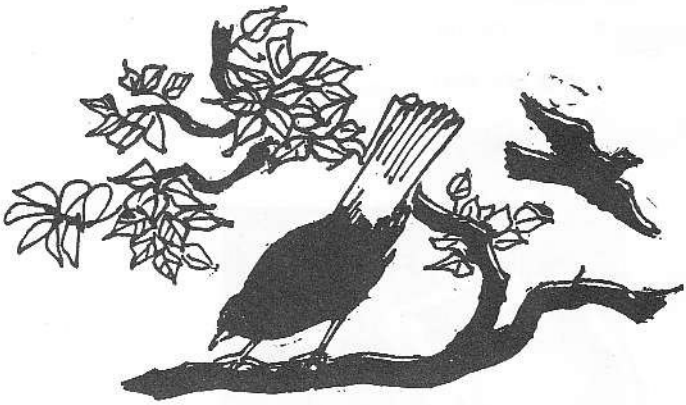

আধ-ফুরফুরে ছা-টি নীড়ে দেখছে মা তার আসছে উড়ে,
ভাবলে আমিই যাই না ছুটে, বসি গে মার বক্ষ জুড়ে।
হৃদয়-আবেগ রুধতে নেরে উড়তে গেল অবোধ পাখি,
ঝুপ করে সে গেল পড়ে—ঝরল মায়ের করুণ আঁখি!
হায় রে মায়ের স্নেহের হিয়া বিষম ব্যথায় উঠল কেঁপে
রাখলে না কো প্রাণের মায়া, বসল ডানায় ছা-টি ঝেঁপে।

ধরতে ছোটে ছানাটিরে ক্লাসের যত দুষ্টু ছেলে ;
ছুটছে পাখি প্রাণের ভয়ে ছোট্ট দুটি ডানা মেলে।
বুঝতে নারি কী সে ভাষায় জানায় মা তার হিয়ার বেদন,
বুঝে না কেউ ক্লাসের ছেলে—মায়ের সে যে বুক-ভরা ধন!
পুরছে কেহ ছাতার ভেতর, পকেটে কেউ পুরছে হেসে,
একটি ছেলে দেখছে, আঁসু চোখ দুটি তার যাচ্ছে ভেসে।
মা মরেছে বহুদিন তার, ভুলে গেছে মায়ের সোহাগ,
তবু গো তার মরম ছিঁড়ে উঠল বেজে করুণ বেহাগ!
মই এনে সে ছানাটিরে দিল তাহার বাসায় তুলে ;
ছানার দুটি সজল আঁখি করলে আশিস পরান খুলে।
অবাক-নয়নে মা-টি তাহার রইল চেয়ে পাঁচুর পানে,
হৃদয়-ভরা কৃতজ্ঞতা দিল দেখা আঁখির কোণে।
পাখির মায়ের নীরব আশিস যে ধারাটি দিল ঢেলে,
দিতে কি তার পারে কণা বিশ্বমাতার বিশ্ব মিলে!

চিঠি

ছোট্ট বোনটি লক্ষ্মী
ভো 'জটায়ু পক্ষী'!
য়্যাব্বড় তিন ছত্র
পেয়েছি তোর পত্র।
দিই নি চিঠি আগে,
তাইতে কি বোন রাগে ?

হচ্ছে যে তোর কষ্ট
বুঝতেছি খুব পষ্ট।
তাইতে সদ্য সদ্য
লিখতেছি এই পদ্য।

দেখলি কি তোর ভাগ্যি!
থামবে এবার রাগ কি ?
এবার হতে দিব্যি
এমনি করে লিখবি।

কী বলে সে তুচ্ছ!
ঐ যে আঙুরগুচ্ছ!
শিখিয়ে দিল কোন্ টিয়া,
নামটি যে তোর 'জন্টিয়া' ?
লিখবি এবার লক্ষ্মী—
নাম 'জটায়ু পক্ষী'!
শিগগির আমি যাচ্ছি,
তুই দুলি আর বাচ্চি
রাখবি শিখে সব গান
নৈলে ঠেঙিয়ে-অজ্ঞান!

বুঝলি কী রে দুষ্টু
কী যে হলাম তুষ্টু
পেয়ে তোর ঐ পত্র
যদিও তিন ছত্র!
যদিও তোর ঐ অক্ষর
হাত পা যেন যক্ষর,
পেটটা কারুর চিপসে,
পিঠটে কারুর টিপসে,
ঠ্যাংটা কারুর লম্বা,
কেউ বা দেখান রম্ভা!
কেউ হেন ঠিক খাম্বা,
কেউ বা ডাকেন হাম্বা!
থুতনো কারুর উচ্চে,
কেউ বা ঝুলেন পুচ্ছে!

এখনো কি বাচ্চু
খাচ্ছে জ্বরে খাপচু?
ভাঙে নি দুলির ঠ্যাংটা।
রাখালু কি ন্যাংটা?

বৌদিরে কস দোত্তি
ধরবে এবার সত্যি!

গলাস করে গিলবে
আর য়্যাব্বড় দাঁত হিলবে!
মা মাসিমায় পেন্নাম
এখান হতেই করলাম।
স্নেহাশিস এক বস্তা,
পাঠাই, তোরা লস তা!
রাঙাদা আর বাবায়
কিছুই দিলাম না ভাই
সাঙ্গ পদ্য সবিটা—
ইতি, তোদের কবিদা।

ঠ্যাং-ফুলী

হো-হো-হো উররো হো-হো!
হো-হো-হো উররো হো-হো
উররো হো-হো
বাস কী মজা!
কে শুয়ে চুপ সে ভুঁয়ে,
নারছে হতে পাশ কি সোজা!

হো-বাবা! ঠ্যাং ফুলো যে!
হাসে জোর ব্যাঙগুলো সে
ড্যাং তুলো তার
ঠ্যাংটি দেখে!
ন্যাং ন্যাং য়্যাগগোদা ঠ্যাং
আঁতকে ওঠায় ডানপিটেকে!

এক ঠ্যাং তালপাতা তার
যেন বাঁট হালকা ছাতার!
আর-পা'টা তার
ভিট্‌রে ডাগর!
যেন বাপ! গোবদা গো-সাপ
পেট-ফুলো হুস্ এক অজাগর!

মোদোটার পিসশাশুড়ি
গোদা-ঠ্যাং চিপশে বুড়ি
বিশ্ব জুড়ি
খিসসা যাহার!
ঠে-ঠে ঠ্যাং নাক ডেঙা ডেং
এই মেয়ে কি শিষ্যা তাহার?

হাদে দেখ আসছে তেড়ে
গোদা-ঠ্যাং ছাঁৎসে নেড়ে,
হাসছে বেড়ে
বৌদি দেখে!

অ' ফুলি! তুই যে শুলি
দ্যাখ না গিয়ে চৌদিকে কে!

বটু তুই জোর দে ভোঁ দৌড়,
রাখালে! ভাঙবে গোঁ তোর
নাদ্‌না গুঁতোর
ভিটিম ভাটিম!
ধুমাধুম তাল ধুমাধুম
পৃষ্ঠে,--মাথায় চাটিম চাটিম!

'ইতু' মুখ ভ্যামচে বলে--
গোদা ঠ্যাং ন্যাংচে চলে
ব্যাংছা যেন
ইড়িং বিড়িং!
রাগে ওর ঠ্যাং নড়ে জোর
য়্যাদ্দেখেছিস--তিড়িং তিড়িং!

মলিনা! অ খুকুনি!
মা গো! কী ধুকপুকুনি
হাড়-শুগুনি
ভয়-তরাসে!
দেখে ইস ভয়েই মরিস
ন্যাং নুলোটার পাঁইতারাকে।

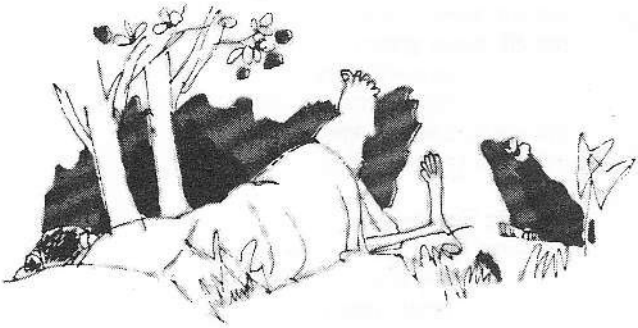

গোদা-ঠ্যাং পুঁচকে মেয়ে
আসে জোর উঁচকে ধেয়ে
কুঁচকে কপাল,
ইস কী রগড়!
লেলিয়ে দে ঢেলিয়ে!
ফোঁস করে ফের! বিষ কী জবর!

ইন্দু! দৌড়ে যা না !
হাসি, তুই বগ্ দেখা না!
দগ্‌ধে না!
তোল তাতিয়ে!
রেণু! বাস, রগেই ঠ্যাঙাস,
বৌদি আসুন বোলতা নিয়ে!

আর না খাপচি খেলো!
ওলো এ আচ্ছি যে লো,
নাচছি তো খুব
ঠ্যাং নিয়ে ওর!
ব্যাচারির হ্যাঁস-ফ্যাসানির
শেষ নেই, মুখ ভ্যামচিয়ে জোর!

ধ্যেৎ! পা পিছলে যে সে
প'ড়ে তার বিষ লেগেছে
ইস পেকেছে
বিষ-ফোড়া এক!
সে ব্যথায় ঠ্যাং ফুলে তাই
ঢাক হল পার পিঠ জোড়া দেখ!

আচ্ছু ! সত্যি সে শোন্
কারুর এক রত্তি যে বোন
দোষ নেই এতে
দোষ নিয়ো না!
আগে তোর ঠ্যাং ফুলে জোর,
তারপরে না দস্যিপনা!

আয় ভাই আর না আড়ি,
ভাব কর্ কান্না ছাড়ি,
ঘাড় না নাড়ি,
ক'সনে 'উহুঁ'!
লক্ষ্মী! ধ্যেৎ, শোক কি?
ছিঁচ-কাঁদুনে হস্‌নে হুঁ হুঁ!

উষাদের ঘর যাবিনে?
লাগে তোর লজ্জা দিনে?
বজ্জাতি নে
রাখ তুলে লো!
কেন? ঠ্যাং তেড়েং বেড়েং?
হাসবে লোকে? বয়েই গেল!

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি
SEQAEP

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি **'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'**র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

"সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলুন, পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি করুন"
সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)
পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির পুরস্কারের জন্য মুদ্রিত
বিক্রির জন্য নয়